কখন নৌকায়, গৃহস্থ আলয়,
যান কখন কখন।
ক্ষুধার সময়, হইত যথায়,
তথা করিত ভোজন।।
ভিক্ষাপাত্র হাঁড়ি, লয়ে বাড়ী বাড়ী,
করিতেন সদা ভিক্ষা।
ক্ষুধার্ত্ত হইলে, খাইতে চাহিলে,
কেহ না করে উপেক্ষা।।
হিন্দু কি যবনে, ঘৃণা নাহি মনে,
ভজনের ছিল রীতি।
যে করে আদর, খায় তার ঘর,
বিচার না করে জাতি।।
লোহাগাড়া বাসী, পিতাম্বর ঋষি,
খুশি হ'য়ে দিত খেতে।
অভিমান শূন্য, খেত তার অন্ন,
সে ধন্য হ'ল ভক্তিতে।।
ছিল এক ভক্তা, নাম তার মুক্তা,
জাতি বেবাজের মেয়ে।
চরণ ধরিত, ভকতি করিত,
খাইত সে বাড়ী গিয়ে।।
ঋষি পিতাম্বর, ভোজনে তৎপর,
ঘুচে গেল দৈন্য দশা।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে, বেড়া'ত কাঁদিয়ে,
ত্যজিয়ে জাতীয় পেশা।।
তর্জ্জনী মধ্যয়ে, হাত বাঁধা হ'য়ে,
অর্দ্ধ দ্বি-অঙ্গুলী ধরে।
অন্নেতে ব্যঞ্জন, করিয়া মিশ্রণ,
তুলিয়া দিত অধরে।।
মুকুতা বেদেনী, দীনা ছিল ধনী,
দোকানী সে মনোহারী।
অদৈন্য সংসার, হইল তাহার,
গোস্বামীর সেবা করি।।
জয়পুর গ্রামে, ওয়াছেল নামে,
জাতিতে মুসলমান।
গিয়ে তার ঘরে, ভোজনাদি করে,
বাড়িল তাহার মান।।
সে হ'ল ফকির, লোকে বলে 'পীর'
জিগীর মারিয়া ফেরে।
'লোচন' বলিয়া, ডাক ছেড়ে দিয়া,
নাম দিয়া রোগ সারে।।
ত্যজে বেদাচার, জাতি কুলাচার,
বৈষ্ণব আচার ত্যাগী।
তারকের আশা, মনের পিপাসা,
স্বামীর চরণ লাগি।।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদের সহিত গোস্বামী লোচনের মিলন

(পূর্ব্ব কথা)

ভকত প্রধান, ভৃগু মতিমান,
ভগবানে আত্মদান।
দৈবের বিধান, নিজে ভগবান,
পদচিহ্ন তার ল'ন।।
আপনা আপনি, ভৃগু মহামুনি,
মনে মনে চিন্তা করে।
দেবতা-বাঞ্ছিত, কমলা সেবিত,
শিবানী যে পদ স্মরে।।
এতই অজ্ঞান, হ'য়ে হতজ্ঞান,
সেই বরাঙ্গের অঙ্গে।
করি পদ স্পর্শ, মনে হই হর্ষ,
মাতিয়া কূহক রঙ্গে।।
মো' সম পাতকী, কোথাও আছে কি?
হায়! হায়! দুরাদৃষ্ট।